


# আনামগি প্রতিদা

৪৬ তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০২১

[protiva.ahlehadeethbd.org](http://protiva.ahlehadeethbd.org)



রাসূলুল্লাহ  
(ছাঃ) বলেন,  
'জান্নাতে একজন  
ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা  
হবে। তখন সে বলবে, এটা কি করে  
পেলাম? তখন তাকে বলা হবে,  
তোমার জন্য তোমার সন্তানের  
ক্ষমা প্রার্থনার কারণে'

(ইবনু মাজাহ  
হা/৩৬৬০)।

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা



৪৬ তম সংখ্যা

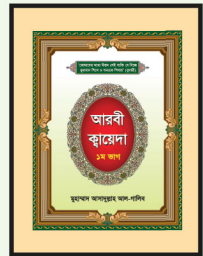
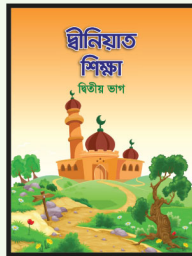
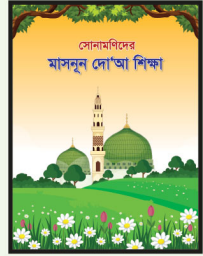
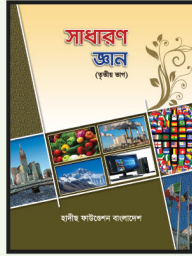
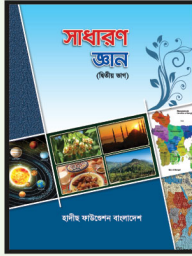
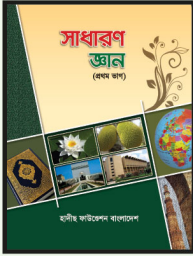


মার্চ-এপ্রিল ২০২১



মূল্য : ১৫/-

# শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ্য বই



## হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আমচল্লুর), ফোন : ০২৪৭-৮৮০৮৬১ মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০ (ইমো.) ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।  
 Email : tahreek@gmail.com ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১ (বিকাশ)।

# সোনামণি প্রতিদ

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৪৬তম সংখ্যা

মার্চ-এপ্রিল ২০২১

- ◆ উপদেষ্টা সম্পাদক  
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
- ◆ সম্পাদক  
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- ◆ নির্বাহী সম্পাদক  
রবীউল ইসলাম
- ◆ প্রচ্ছদ ও ডিজাইন  
মীয়ানুর রহমান

## সার্বিক যোগাযোগ /

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা  
আল-মারকাতুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)  
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩  
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯  
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭  
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)  
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩  
Email : sonamoni23bd@gmail.com  
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : // ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

## সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
  - সময়ের সন্যবহার ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ ০৬
  - শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা ০৬
- হাদীছের গল্প ১১
  - দো'আর বিষয় ১১
  - ফমা মহভূতের লক্ষণ ১২
- এসো দো'আ শিখি ১৩
- গল্পে জাগে প্রতিভা ১৬
  - পর্দা নারীদের রক্ষা কবচ ১৬
  - রাগ কমানোর ঔষধ ১৮
- শিক্ষাঙ্গণ ১৯
  - সফল শিক্ষার্থীর পথ চলা ১৯
- কবিতাগুচ্ছ ২৬
- রহস্যময় পৃথিবী ২৮
- বিস্ময় ২৯
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩০
- একটু খানি হাসি ৩১
- দেশ পরিচিতি ৩৩
- যেনা পরিচিতি ৩৪
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৫
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৭
- কুইজ ৩৯

## সময়ের সদ্ব্যবহার

সময় আল্লাহ প্রদত্ত এক মহামূল্যবান নে'মত। সময়ের তুলনা পৃথিবীর অন্য বস্তুর সাথে হতে পারে না। কোন কিছু দিয়ে এর আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। মানুষের জীবনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত। জীবনের যে অংশ একবার অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে শত চেষ্টার পরও তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সময়ের সঠিক ব্যবহারের উপরই জীবনের সফলতা ও বিফলতা নির্ভর করে। যারা সময়ের যথাযথ মূল্য বুঝে না, হেলায়-খেলায় সময় নষ্ট করে এবং ভালো কাজের পরিবর্তে খারাপ কাজে সময় অতিবাহিত করে তাদের জীবনে নেমে আসে ব্যর্থতার গাঢ় অন্ধকার। তারা দুনিয়াতে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি পরকালে জান্নাত লাভে ব্যর্থ হয়।

হে সোনামণি! তুমি কি জানো সময় কী? সময় হল নির্দিষ্ট মুহূর্ত বা ক্ষণ যা প্রতিনিয়ত অতীতের দিকে বয়ে চলেছে। সময়ের আরেক পরিচয় হল সেকেন্ড, মিনিট ও ঘণ্টা। অতঃপর দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর ও যুগ। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে দেখ, তা এক মুহূর্তও স্থির নেই। সর্বদা টিক টিক করে ঘুরতেই আছে। এভাবে তোমার জীবন থেকে একটি দিন চলে যাচ্ছে মানে তোমার নির্ধারিত বয়স একদিন কমে গেল যা আর কখনও ফিরে আসবে না। তাহলে দিন শেষ হওয়ার আগে হিসাব করে দেখ, আজ সকালে কখন ঘুম থেকে উঠেছ? ফজরের ছালাত সময়মত জামা'আতের সাথে আদায় হয়েছে কি? আল্লাহ বলেন, 'মুমিনের উপর ছালাত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরয করা হয়েছে' (নিসা ৪/১০৩)। সময়ের গুরুত্ব বুঝাতে তাকবীরে তাহরীমার সাথে ছালাত আদায়ে উৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকবীরে তাহরীমা বা প্রথম তাকবীর প্রাপ্তিসহ একাধারে চল্লিশ দিন (পাঁচ ওয়াজ্ব ছালাত) জামা'আতের সাথে আদায় করবে, তার জন্য দু'টি মুক্তিপত্র লিখে দেওয়া হবে। একটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি, দ্বিতীয়টি মুনাফেকী থেকে মুক্তি' (তিরমিযী হা/২৪১; মিশকাত হা/১১৪৪)। সময়ের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে অসময়ে ছালাত আদায় করলে উপরোক্ত ছওয়াব পাওয়া যাবে না।

অনেকেই মনে করে ছোট থেকে বড় হচ্ছি মানে আমার বয়স বাড়ছে। বাস্তবে তা নয়। বরং তার মোট বয়স থেকে একটা দিন কমল। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে তখন তারা এক মুহূর্তও পিছে যেতে পারবে না, আর না এগিয়ে আসতে পারবে' (আ'রাফ ৭/৩৪)।

একটি উদাহরণ থেকে সোনামণিরা সহজে বিষয়টি বুঝতে পারবে। মনে কর, তুমি পরীক্ষা দিতে হলে প্রবেশ করেছ। নির্ধারিত সময় এক ঘণ্টা। এই সময়ে পরীক্ষার খাতায় কিছু না লিখে যদি অন্য চিন্তায় তা ব্যয় কর তাহলে পরীক্ষক নির্দিষ্ট সময়ে খাতা নিয়ে নিবেন। অথচ তুমি পরীক্ষায় কোন ফল লাভ করতে পারবে না। দুনিয়ার এই পরীক্ষাগারে অজানা বয়ঃসীমার মধ্যে যদি তুমি তোমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না কর, তাহলে মৃত্যুর পর তুমি কোন ফল লাভ করতে পারবে না।

সময়ের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, 'কালের শপথ' (আছর ১০৩/১)। এটি আল্লাহ সম্ভবতঃ এজন্য করেছেন যে, বান্দা ভাল-মন্দ যে কাজই করুক না কেন তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালের মধ্যেই তাকে করতে হয়। এর বাইরে গিয়ে সে কিছুই করতে পারে না। অতএব তাকে সবসময় আল্লাহর দৃষ্টির সামনেই থাকতে হয়। কেননা বান্দার হিসাবে কাল তিনটি হলেও আল্লাহর নিকটে সবই বর্তমান কাল। খ্যাতনামা মুফাসসির ইমাম রায়ী (৫৪৪-৬০৬ হি.) আছর (সময়)-এর সঠিক তাৎপর্য কি হবে, সেবিষয়ে জৈনিক বিগত মনীষীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি এটা নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এমতাবস্থায় জৈনিক বরফ বিক্রেতার আওয়ায তাঁর কানে এল। সে চিৎকার দিয়ে ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে বলছে, 'তোমরা রহম কর ঐ ব্যক্তির প্রতি, যার পুঁজি প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে'। একথা শুনেই তিনি বলে উঠলেন, 'এটাই তো সূরা আছরের তাৎপর্য। যার বয়স চলে যাচ্ছে। অথচ কোন সৎকর্ম করছে না। সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত'। বস্তুতঃ 'কাল' প্রতি সেকেণ্ডে সময়ের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। অতএব প্রত্যেক মানুষকে তার সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালের মধ্যেই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। কেননা সে প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল (৩ লক্ষ কি. মি.) গতিবেগে তার মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। বরফ গলার ন্যায় প্রতি সেকেণ্ডে তার আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে কালের স্মৃতিপটে তার প্রতিটি কথা ও কর্ম লিপিবদ্ধ হচ্ছে। এ কারণেই আল্লাহ কালের শপথ করেছেন (তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, পৃ. ৪৫৭-৫৯)।

সময়ের সদ্ব্যবহারের নিয়ম হল প্রতিটি কাজ যথাসময়ে ও যথানিয়মে সম্পাদন করা। যেমন- পড়ার সময় পড়া, খাওয়ার সময় খাওয়া, খেলার সময় খেলা ইত্যাদি। নইলে সময়ের অপচয় হবে। মনে রাখবে, তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব আল্লাহর নিকট দিতে হবে। ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তান যে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তার প্রভুর নিকট থেকে পা বাড়াতে পারবেনা তা হল জীবন, যৌবন, আয়, ব্যয় ও ইলম অনুযায়ী আমল (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৭)।

তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গণীমত মনে কর। বার্বকোর পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭৪)।

অতএব হে সোনামণি! সময়ের সদ্ব্যবহার কর। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

## ক্বিয়ামত

১. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا-

১. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন ক্বিয়ামতের দিনে। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে? (নিসা ৪/৮৭)।

২. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ-

২. আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। আর কারো পক্ষ থেকে কোন সুফারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কারও কাছ থেকে কোন বিনিময় নেয়া হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না (বাক্বারাহ ২/৪৮)।

৩. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ الْعُرُورِ-

৩. প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই ক্বিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোকার সামগ্রী (আলে ইমরান ৩/১৮৫)।

৪. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوذَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ-

৪. যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি যখন হঠাৎ তাদের কাছে ক্বিয়ামত এসে যাবে, তারা বলবে, 'হায় আফসোস, সেখানে আমরা যে ত্রুটি করেছি তার উপর।' তারা তাদের পাপসমূহ তাদের পিঠে বহন করবে; সাবধান! তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট! (আন'আম ৬/৩১)।

## কিয়ামত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْرُقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرْقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ-

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মান্ত হয়ে পড়বে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনের সত্তুর গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে। ঘাম তাদের লাগামে পরিণতি হবে। এমনকি ঘাম তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে' (বুখারী হা/৬৫৩২; মিশকাত হা/৫৫৩৯)।

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْرُونَهَا-

২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে আসা হবে যে, তার সত্তুর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তুর হাজার ফেরেশতা থাকবে। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে-হিঁচড়ে বিচারের মাঠে উপস্থিত করবেন' (মুসলিম হা/২৮৪২; মিশকাত হা/৫৬৬৬)।

(৩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمَشِّيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةَ رَبَّنَا-

৩. আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে কিভাবে মুখের মাধ্যমে হাঁটিয়ে একত্রিত করা হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যিনি দুনিয়াতে মানুষকে পায়ের মাধ্যমে চালাতে সক্ষম, তিনি কি কিয়ামতের দিন তাকে মুখের মাধ্যমে চালাতে সক্ষম হবেন না? ক্বাতাদাহ বলেন, আমাদের রবের কসম! তিনি তা করতে সক্ষম' (বুখারী হা/৪৭৬০; মিশকাত হা/৫৫৩৭)।

## শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম  
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(৫ম কিস্তি)

৩. তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ : এর অর্থ, সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে চরিত্রবান ও যোগ্য করে গড়ে তোলা (গঠনতন্ত্র, পৃ. ৫)।

দাওয়াতী ময়দানে নিজেকে আধুনিক জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় যোগ্য ও উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। কেননা প্রশিক্ষণের কাজ হল সংগঠনের মাধ্যমে জামা'আতবদ্ধ জনশক্তিকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে যিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদ রূপে গড়ে তোলা। এর সাথে সাথে ধর্মীয় ও বিজাতীয় যাবতীয় কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতের বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামকে বিজয়ী করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী তৈরীর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কাউকে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার মানে হল তাকে সে বিষয়ে যোগ্য ও উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। নবী-রাসূলগণ মানুষকে দ্বীনী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতেন।

আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 'তিনিই নিরক্ষরদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্য হতে, যিনি তাদের নিকট তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। যদিও তারা ইতিপূর্বে ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে' (জুম'আ ৬২/২)।

ওহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়' (বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯)। তাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞান এবং সমসাময়িক বিভিন্ন জ্ঞানের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের উপযুক্ত দক্ষ করে গড়ে তোলা দায়িত্বশীলদের কর্তব্য।



যেসব শিশু-কিশোর সংগঠনের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সংগঠনের সাথে সংঘবদ্ধ হতে আগ্রহী, তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত দাঈ ইলাল্লাহ এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদ হিসাবে গড়ে তুলতে সংগঠন তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের উপরেই নির্ভর করে সংগঠনের সফলতা এবং এর উপরেই নির্ভর করে সাংগঠনিক ময়বুতী ও যোগ্য নেতা-কর্মী সৃষ্টি। সাপ্তাহিক তালীমী বৈঠকসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একাজ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। শিশু-কিশোরদের আকীদা ও আমল সংশোধন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে 'সাপ্তাহিক তালীমী বৈঠক' অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ। প্রত্যেক শিশু-কিশোরের দায়িত্ব এই বৈঠকে নিয়মিত যোগদান করা এবং প্রত্যেকে কমপক্ষে একজনকে এই বৈঠকে নিয়ে আসা। আল্লাহর সম্ভৃষ্টি লাভ ও দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কেউ তালীমী বৈঠকে অংশগ্রহণ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ

سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ  
 জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন' (মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪)। সাপ্তাহিক তালীমী বৈঠকের অনুষ্ঠানসূচী হবে নিম্নরূপ : (১) অর্থসহ বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত (২) অর্থসহ বিশুদ্ধভাবে হাদীছ পাঠ (৩) ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ ও দো'আ-দরুদ মুখস্থকরণ (৪) সামষ্টিক পাঠ (৫) সোনামণি প্রতিভা আলোচনা (৬) বিবিধ (গঠনতন্ত্র, পৃ. ১২)। প্রয়োজনে কোন বিষয় কমবেশি করা যেতে পারে।

আদর্শ সোনামণি ও দায়িত্বশীলের কর্তব্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা এবং প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য মেনে চলা। খাওয়া-দাওয়া, নাশতা-ঘুম সবই একত্রে এবং সময়সূচী মোতাবেক হবে। কেননা এটাও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ৬টি। যথা- (১) সময়মত উপস্থিত হওয়া (২) খাতা-কলম সঙ্গে আনা (৩) মনোযোগী হওয়া (৪) প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নোট করা (৫) পরিচালকের অনুমতি নিয়ে বাইরে

যাওয়া (৬) মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা। পৃথকভাবে সোনামণি বালিকারও এতে যোগদান করবে। প্রয়োজনে আলাদা স্থানে বা সময়েও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষণ সোনামণিদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে সে স্বার্থপর হতে পারে না। কেননা সে জানবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী- ۝

يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য তাই ভালবাসবে যা সে নিজের জন্য ভালবাসবে' (বুখারী হা/১৩)। দ্বীনী জ্ঞান ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সোনামণি জীবনের চরম ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তেও তার কর্তব্য ভুলে যায় না। এমনকি অপর দ্বীনী ভাইয়ের জীবন রক্ষার্থে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও সে কুঠাবোধ করে না। এর মাধ্যমে হয়ত তার জীবন চলে যায়। কিন্তু সে অগণিত মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থায়ী আসন করে নেয়। ফলে যুগ যুগ ধরে তার নিকট থেকে অন্যেরা অনুপ্রেরণা লাভ করে। আহহাবুল উখদুদের সেই বুদ্ধিমান বালক তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত (মুসলিম হা/৩০০৫; তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, পৃ. ২০৫-২০৮)।

জাহেলী আরবে আবির্ভূত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীনী জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে এরকম কিছু উৎসর্গিত প্রাণ ব্যক্তি তৈরী করেছিলেন। তার বাস্তব প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ইয়ারমুকের যুদ্ধে। হুযায়ফা (রাঃ)-এর চাচাতো ভাইসহ তিনজন মুসলিম যোদ্ধা নিজে খুবই তৃষ্ণার্ত থাকা সত্ত্বেও তারা অপর ভাইয়ের পানির পিপাসা মিটাবার জন্য এতই পাগলপরা ছিলেন যে, অবশেষে কেউ পানি পান করতে পারেনি। এমতাবস্থায় তারা শাহাদত বরণ করেন। অথচ তাদের সবারই প্রাণ ছিল গুণাগুণ (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/৮-১১)।

এ ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' (তাহরীম ৬৬/৬)। সেকারণ প্রত্যেক পিতা, স্বামী বা পরিবার প্রধান এবং সংগঠনের

দায়িত্বশীলের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল পরিবারকে বিশুদ্ধ ইসলামী পরিবারে পরিণত করা। এজন্য করণীয় হল পরিবারের সদস্যদেরকে সপ্তাহে একদিন একত্রে বসিয়ে বিশুদ্ধ দ্বীনের তা'লীম দেওয়া। তাদেরকে দো'আ, ছালাত ও অন্যান্য বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়া। 'বৈঠকী দান' জমা করে 'পারিবারিক লাইব্রেরী'র জন্য বই ও অন্যান্য প্রচার সামগ্রী ক্রয় করা। অথবা মৃত নিকটাত্মীয়দের নামে সংগঠনের বই বিতরণ প্রকল্পে দান করা। বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজেও তা ব্যয় করা যেতে পারে।

৪. তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার : এর অর্থ, শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার সমূহ দূর করে নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা (গঠনতন্ত্র, পৃ. ৫)।

আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান অনুযায়ী সমাজের বুকো ন্যায়ে প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের চেষ্টা করা এ সংগঠনের লক্ষ্য। এটিই মুসলিম জীবনের প্রধান কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি; তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার জন্য' (আলে ইমরান ৩/১১০)।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হতে দেখে, সেটাকে যেন নিজ হাতে পরিবর্তন করে দেয়। যদি নিজ হাতে সেগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখে নিষেধ করবে। আর যদি মুখে নিষেধ করারও সাধ্য না থাকে, তাহলে অন্তরে সেটা ঘৃণা করবে। এটা সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক (মুসলিম হা/৭৮; মিশকাত হা/৫১৩৭)। আলোচ্য আয়াত ও হাদীছ দ্বারা সমাজ সংস্কারের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত শিরক-বিদ'আত, কুসংস্কার ও অন্যায় দূর করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার নামই সমাজ সংস্কার। কিন্তু এই অন্যায় ও কুসংস্কারের মাপকাঠি

কী হতে পারে? যুগে যুগে মানবরচিত বিভিন্ন ধর্ম, মতবাদ, সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি এবং শাসক সম্প্রদায়ের গৃহীত নীতিমালাকেই ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর এসবের বিরোধিতাকেই অন্যায় বা কুসংস্কার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ মানুষের রচিত আইন-কানুন অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। আর এসব ত্রুটিপূর্ণ আইন দিয়েই সমাজের ত্রুটি দূর করার ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হচ্ছে। কিন্তু মুসলিম হিসাবে একথা আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, কেবলমাত্র আল্লাহর 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানই অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস এবং ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র মানদণ্ড।

আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না। এটি কেবল তাই যা তার নিকট অহি করা হয়' (নাজম ৫৩/৩-৪)। মিকদাদ বিন মা'দীকারিব (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ 'আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার সাথে তার মতো আরেকটি' (আর সেটি হল হাদীছ) (আবুদাউদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-কে বলেন, اَكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম করে বলছি, আমার থেকে হক ব্যতীত কোন কথা বের হয় না' (আবুদাউদ হা/৩৬৪৬; হাকেম ১/১০৫)।

তাই আল্লাহর 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী যাই-ই হবে, তাই-ই অন্যায় ও কুসংস্কার বলে বিবেচিত হবে। সমাজের রঞ্জে রঞ্জে অন্যায় ও কুসংস্কার দানা বেঁধে আছে। এর পূর্ণ মূলোৎপাটন সম্ভব না হলেও সাধ্যমত সংস্কারের প্রচেষ্টা চালানো আমাদের প্রত্যেকের ঈমানী দায়িত্ব। আর তা দূর করার জন্য দরকার আদর্শ মানুষ। 'সোনামণি' সংগঠন এজন্য শুরু থেকেই শিশু-কিশোরদের মনমানসিকতা তৈরীতে কাজ করে যাচ্ছে।

## দো'আর বিষয়

মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন  
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনাগি।

আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন রোগীকে দেখতে গেলেন, যে পাখির বাচ্চার মতো শুকিয়ে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহর কাছে কোন বিষয়ে দো'আ করেছিলে অথবা তা তাঁর কাছে কামনা করেছিলে? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, আমি বলতাম, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আখেরাতে যে শান্তি দিবে তা আগেই দুনিয়াতে দিয়ে দাও। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সুবহা-নাল্লাহ! আখেরাতের শান্তি তুমি দুনিয়াতে সহ্য করতে পারবে না এবং আখেরাতেও সহ্য করতে পারবে না।

তুমি এভাবে বলনি কেন-

اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

উচ্চারণ : 'আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাটাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাটাঁও ওয়া কিনা আযা-বান্না-র'।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও' (বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; বাক্বারাহ ২/২০১)।

বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, পরে ঐ ব্যক্তি এভাবে দো'আ করল এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে আরোগ্য দান করলেন।

শিক্ষা :

১. দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। তাই আখেরাতে ভালো ফলাফল পেতে হলে দুনিয়ায় সুস্থ থেকে উত্তমরূপে ইবাদত করা দরকার।

২. আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করতে হবে।

## ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ

আবুদদারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আবুবকর (রাঃ) পরনের কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে আসলেন যে, তাঁর দু’হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। নবী (ছাঃ) বললেন, তোমাদের এ সাথী এই মাত্র কারো সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে। তিনি সালাম দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এবং ওমর ইবনুল খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আমিই প্রথমে কটু কথা বলেছি। অতঃপর লজ্জিত হয়ে তার কাছে মাফ চেয়েছি।

কিন্তু তিনি আমাকে মাফ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি আপনার নিকট হাযির হয়েছি। নবী (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবুবকর! এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আবুবকর কি বাড়িতে আছেন? তারা বলল, না। তখন ওমর (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর নিকট চলে এসে সালাম দিলেন। (তাকে দেখে) নবী (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আবুবকর (রাঃ) ভীত অবস্থায় বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই প্রথমে অন্যায় করেছি। এ কথাটি তিনি দু’বার বললেন। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ যখন আমাকে তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন; তখন তোমরা সবাই বলেছ যে, আপনি মিথ্যা বলছেন। আর আবুবকর (রাঃ) বলেছেন, আপনি সত্য বলছেন। তাঁর জান-মাল সবকিছু দিয়ে আমাকে সহানুভূতি জানিয়েছেন। অতএব তোমরা কি আমার সম্মানে আমার সাথীকে অব্যাহতি দিবে? এ কথাটি তিনি দু’বার বললেন। অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-কে আর কখনও কষ্ট দেয়া হয়নি’ (বুখারী হা/৩৬৬১)।

শিক্ষা :

১. ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ।

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি আবুবকর (রাঃ)-এর ভালোবাসা ও সাহায্য-সহানুভূতি ছিল প্রবাদ তুল্য। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, ‘আমি যদি আমার রব ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবুবকরকে গ্রহণ করতাম’ (বুখারী হা/৩৬৫৭)।

## এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

## জানাযা ছালাতের নিয়ম ও মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ

প্রথমে মনে মনে নিয়ত করতে হবে। তারপর চার তাকবীর দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৬৩)।

১ম তাকবীর দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠিয়ে পরে বুকে হাত বেঁধে আ'উযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তে হবে (বুখারী, মিশকাত হা/১৫৬৫)। অতঃপর ২য় তাকবীর দিয়ে দরুদে ইবরাহীম পড়তে হবে, ৩য় তাকবীর দিয়ে নিম্নোক্ত দো'আ সমূহ পড়তে হবে এবং ৪র্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার ছালাত পড়বে তখন তার জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করবে (আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৮৪)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন জানাযার ছালাত পড়তেন তখন বলতেন-

(১) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا،  
اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ،  
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتَبِنَا بَعْدَهُ-

উচ্চারণ : আল্লু-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গ-য়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছা-না, আল্লু-হুম্মা মান আহইয়াইতাহূ মিন্না ফাআহয়্যিহী 'আলাল ইসলা-মি ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহূ মিন্না ফাতাওয়াফফাহূ 'আলাল ঈমান, আল্লু-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরহূ ওয়া লা তাফতিন্না বা'দাহূ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, আমাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলের গোনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রেখেছ তাদেরকে

ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং তুমি যাদেরকে মৃত্যু দাও তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বধিগত কর না তার ছওয়াব হ'তে এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে বিপদে ফেল না' (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫৮৫)।

(২) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالطَّلْحِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ-

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাগফির লাহূ ওয়ারহামহু ওয়া'আ-ফিহী ওয়া'ফু 'আনহু ওয়া আকরিম নুবুলাহূ ওয়া ওয়াসসি' মাদখালাহূ, ওয়াগ্গসিলহু বিল মা-ই ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদি, ওয়া নাকক্বিহী মিনাল খত্ব-ইয়া কামা নাকক্বাইতাছ ছাওবাল আবইয়াযা মিনাদ দানাসি, ওয়া আবদিলহু দা-রান খয়রাম মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খয়রাম মিন আহলিহী ওয়া বাওজান খয়রাম মিন বাওজিহী, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আ'ইযহু মিন 'আযা-বিল ক্ববরি ওয়া মিন 'আযা-বিন না-র।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে মাফ কর, তাকে সম্মানিত আতিথেয়তা দান কর, তার স্থানকে প্রসারিত কর। তুমি তাকে ধৌত কর পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা। তুমি তাকে পাপ হতে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তুমি তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর তাকে দান কর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর। তুমি তাকে জান্নাতে দাখিল কর, আর তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের 'আযাব হতে রক্ষা কর (মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৬৬)।

(৩) ওয়াছিল্লা ইবনু আসকা' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিয়ে মুসলমানদের এক ব্যক্তির জানাযার ছালাত পড়লেন।

তখন তিনি বলেছেন,

اللَّهُمَّ إِنَّ بَنَ فُلَانَ بْنِ فُلَانَ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ



النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি জিওয়ারিকা, ফাক্বিহী মিন ফিতনাতিল ক্ববরি ওয়া 'আযা-বিন নারি। ওয়া আনতা আহলুল ওয়াফা-ই ওয়াল হাক্বিক্বি, আল্ল-হুম্মাগফির লাহূ, ওয়ার হামহূ, ইন্নাকা আনতাল গফূরুর রহীম।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার আশ্রয়ে রইল। অতএব তুমি তাকে কবরের বিপদ এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর। তুমিই তো অঙ্গীকার পূর্ণকারী এবং প্রকৃত সত্যের অধিকারী। হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি অতি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু' (আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৫৮৬)।

ইমাম শাওকানী (রহ.) বলেন যে, নাম জানা থাকলে 'ফুলান'-এর স্থলে মাইয়েত ও তার পিতার নাম বলা যাবে (নায়ল)। সে হিসাবে মাইয়েত মেয়ে হলে ইবনু-এর স্থলে 'বিনতে' বলা যাবে। আর মেয়ের নাম জানা না থাকলে 'ফুলা-নাতা বিনতে ফুলা-নিন' বলা যাবে (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ১১৮)।

(৪) মাইয়েত শিশু হ'লে ১ম দো'আ শেষে এই দো'আ পড়তে হয়-

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَدُخْرًا وَأَجْرًا-

উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাজ'আলহূ লানা-সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়া আজরান।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি এই শিশুকে আমাদের জন্য পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং পরকালের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য কর' (বুখারী তা'লীক্ব, মিশকাত হা/১৫৯৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৩৬-৩৯)।

## পর্দা নারীদের রক্ষা কবচ

মুহাম্মাদ আবু তাহের  
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনাগণি।

দুই বান্ধবী মাহমূদা ও রাশেদার গলাই গলাই ভাব। দুই জনই অত্যন্ত মেধাবী। তারা উভয়ে ধনী পরিবারের সন্তান। তারা উভয়ে দেখতে ফর্সা এবং সুন্দর চেহারার অধিকারিণী। মাহমূদা হল ধার্মিকা, নিষ্ঠাবান ও সাধারণ জীবনধারার মেয়ে। আর রাশেদা আধুনিক মন ও বিলাসী জীবনধারায় অভ্যস্ত। তারা ৮ম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে এবং যথাক্রমে তাদের রোল নং ১ ও ২। এজন্য তাদের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ। মাহমূদা পার্ঠ্যবইয়ের পাশাপাশি কুরআন-হাদীছ পড়ে সে পর্দা করে এবং ছালাত-ছিয়াম আদায় করে। অন্যদিকে রাশেদা এগুলোর কিছু পালন করেনা এবং পর্দাও করেনা।

মাহমূদা তাকে ছালাত-ছিয়াম আদায়, পর্দার বিধান মানা এবং কুরআন হাদীছ পাঠের পরামর্শ দেয়। কিন্তু সে মানেনা। এভাবে চলতে থাকে। এমতাবস্থায় তারা স্কুল পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু এখন আর তাদের মধ্যে আগের মতো সম্পর্ক নেই।

রাশেদা ইসলামী বিধান মানার কারণে মাহমূদাকে ঠাট্টা-তামাশা করে এবং তাকে ভীতুর ডিম বলে। আধুনিকতা বোঝে না, মর্ডান হতে পারে না, বোরকা পরে কালো ভুতের মতো চলে ইত্যাদি বলে তিরস্কার করে। কিন্তু মাহমূদা কিছু মনে করে না। সে তার জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়াতের দো'আ করে।

এখন রাশেদার অনেক বন্ধু-বান্ধবী হয়েছে। তারা প্রায় একই রকম পর্দা বোঝে না, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা ইসলামী বিধান মানেনা। এভাবে বেশ কয়েক মাস চলে যায়। একদিন রাশেদা হাসপাতালে তাদের এক আত্মীয়কে দেখতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে একটি মেয়ে পাশের বেডে আছে। তার মুখটা ঢেকে রাখা।

রাসেদা সেই মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে জানতে পারল যে, সে কলেজে পড়ে কিন্তু পর্দা করে না। একদিন কলেজে যাওয়ার সময় পথে কিছু বখাটে ছেলে তাকে একা পেয়ে উত্থিত করে। মেয়েটি এর প্রতিবাদ করতেই তারা তার মুখে এসিড নিক্ষেপ করে। এজন্য তার এই করুণ অবস্থা হয়েছে। রাসেদা তার কথাগুলো ভালো করে শুনল এবং নিজেকে নিয়ে কল্পনা করল। এখন তার মনে পড়েছে তার সেই বান্ধবী মাহমূদার কথা। সে তাকে ইসলামী বিধান মেনে চলতে ও পর্দা করতে বলত।

রাসেদা অনেক অনুতপ্ত এবং লজ্জিত হল। সে মাহমূদার কাছে গিয়ে তার ভুল স্বীকার করল। এহেন কর্মের জন্য ক্ষমা চাইল। তারা আবার পূর্বের মতো এক হয়ে গেল। তারা উভয়ে এখন ইসলামী বিধান মতে চলার শপথ করল।

শিক্ষা :

১. সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাস।
২. পর্দা নারীর রক্ষা কবচ।
৩. ইসলামী বিধান ছাড়া জীবন যাপন সম্পূর্ণ বৃথা
৪. বন্ধুর উত্তম উপদেশ গ্রহণ করা উচিত
৫. ভালো মানুষের অনুসরণে ভালো হওয়া যায়

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোন বিষয়ে যুলমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ হতে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যেদিন আর কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তার নিকট হতে নেওয়া হবে। তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হতে নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে' (বুখারী হা/২৪৪৯)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমি দখল করে, ক্বিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন তার গলায় বেড়ীরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে' (মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮)।

## রাগ কমানোর ঔষধ

আব্দুর রউফ  
এম এ (অধ্যয়নরত)  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অনেক দিন আগের কথা। এক লোকের মন্দ আচরণ ছিল। সামান্য বিষয়েই সে রাগান্বিত হয়ে চিৎকার-চেষ্টামেচি করত। ফলে সকলেই তার থেকে দূরে থাকত। কিন্তু পরক্ষণেই সে অনুতপ্ত হত। ভাবত তার আচরণ ভালো করা উচিত। অথচ সে বুঝত না কী করবে?

তার বন্ধুদের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিল। ডাক্তার তাকে বলল, আমি একটি ঔষধ দিব যেটা তোমার খারাপ আচরণ ভালো করে দিবে।

পরের দিন ডাক্তার তার কাছে এক কলস পানি পাঠিয়ে দিল এবং একটি দোঁ'আ লিখে দিল তা হল : আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম। সাথে সাথে বলল যখনই রেগে যাবে তখনই এই ঔষধ থেকে কিছু পরিমাণ খেয়ে নিবে এবং দোঁ'আটি পড়বে।

ঐ লোকটি কিছুদিন ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলে। সে লক্ষ্য করল আগের মতো আর কথায় কথায় রাগ হয়না এবং আচরণ অনেকটা ভালো হয়ে গেছে।

একদিন সে তার বন্ধুর কাছে গিয়ে বলল, যে ঔষধ আমাকে দিয়েছিলে তা খুবই ভালো ছিল এবং তা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে। আমাকে আরো কিছু পরিমাণ ঔষধ দাও।

ডাক্তার হেসে বলল, ঐ কলসে পানি ছাড়া কিছুই ছিল না। তুমি যে ভাবছ তোমার আচরণ ভালো হয়েছে; সেটা এ জন্য যে, যখনই রাগান্বিত হতে তখন ঐ পানি খাওয়া ও দোঁ'আ পড়ার জন্য তোমার সময়ের প্রয়োজন হত। ঐ সময়টুকুর ধৈর্যই তোমার রাগ কমিয়ে দিত। ফলে এখন তোমার আচরণ চমৎকার হয়ে গেছে।

শিক্ষা :

১. রাগ মানুষের খারাপ স্বভাবগুলোর মধ্যে অন্যতম।
২. রাগান্বিত অবস্থায় অনেকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।
৩. রাগান্বিত মানুষ মুখে যা আসে তাই বলে এবং ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এজন্য রাগের সময় আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত। ধৈর্য আমাদের রাগ প্রশমিত করতে সাহায্য করে। আল্লাহ আমাদের সকলকে ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

## সফল শিক্ষার্থীর পথ চলা

আবু রায়হান  
পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী মহানগরী।

(শেষ কিস্তি)

প্রতিবন্ধকতা :

সফল হতে হলে একটি বিষয়কে আলিঙ্গন করতে হয়, তা হল প্রতিবন্ধকতা। আমরা যদি একটি কাজ খুব সহজেই কোনরূপ বাধা ছাড়া করতে পারি তাহলে অতটা আনন্দ পাবনা। যত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে কাজটি শেষ করতে পারব তত বেশি আনন্দ পাব। বনের ভিতর যদি সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কেউ না থাকে তবে সিংহ তার ক্ষমতাই বুঝতে পারবে না। কেননা তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কেউ নেই।

ঠিক তেমনি আমরাও প্রতিবন্ধকতা ছাড়া কোন কাজ করে আনন্দ পাবনা। মানুষের জীবনে বাধা আসবেই যা অবশ্যস্বাভাবিক। তবে যারা এ বাধাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারবে তারাই সফলতার দেখা পাবে। পক্ষান্তরে যারা এ বাধাকে অজুহাত করে হাত-পা গুটিয়ে থাকবে, তারা জীবনে অবহেলিতই থাকবে। সফলতার স্বাদ পাবে না। নিম্নে ছাত্রজীবনের কতিপয় বাধা তুলে ধরা হল :

১. দারিদ্রতা : সোনামণি বন্ধুরা! স্বল্প আয়ের দেশ বাংলাদেশের নাগরিক আমরা। যার অধিকাংশ মানুষই কৃষক। আমরা সবাই দরিদ্রতার সাথে পরিচিত। এখন যদি কেউ অর্থের অভাবে পড়া বন্ধ করে দেয় তাকে আমরা কী বলতে পারি? শুধু এতটুকু স্মরণ করিয়ে দেই যে, পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষগুলোর অধিকাংশই দরিদ্র ঘরের সন্তান।

যেমন :

❖ একজন বালক গরু চরিয়ে পয়সা উপার্জন করত। পড়াশুনা শেষ করে তিনি বাংলাদেশের গভর্নর হয়েছেন। টাকার জন্য তিনি গরু-ছাগল চরাতেন। তিনিই আজ ড. আতিউর রহমান।

❖ অর্থের অভাবে যিনি সকাল বেলা পেপার বিক্রি করতেন। তিনিই বড় হয়ে এ.পি.জে আবুল কালাম। যিনি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানী ও ১১তম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। (উইকিপিডিয়া)

- ❖ সংসার চালানোর জন্য যিনি রুটি বিক্রি করতেন। বড় হয়ে তিনিই এরদোগান। যিনি বর্তমানে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী (দৈনিক যুগান্তর, ২৯শে অক্টোবর '২০)।
- ❖ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলামসহ আরো অসংখ্য সফল ব্যক্তি রয়েছে। যারা কেউ অর্থের অভাব পড়ালেখা বন্ধ করেননি।

তবে সোনামণি বন্ধু! তুমি কেন অর্থের অজুহাতে নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছ? অতএব সফল শিক্ষার্থী হতে অর্থের অভাব কোন বাধাই নয়।

২. অলসতা : সফল শিক্ষার্থী হওয়ার জন্য অন্যতম বাধা হল অলসতা। যা খুবই ঘৃণিত একটি স্বভাবের নাম। কথাই আছে 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। আমরা অলস হয়ে শুয়ে থাকি। কিন্তু জীবন গড়ার কাজে সময় দেই না।

এক সোনামণির গল্প শুনা যাক!

ঢাকার উত্তরা এলাকার সোনারগাঁ জনপথ রোডের পাশে ঝুপড়ি একটি ঘরে চার ভাই-বোন ও মায়ের সাথে থাকে রেযওয়ান নামের একটি ছেলে। যে সেখানকার একটি স্থানীয় স্কুলে ২য় শ্রেণীতে পড়ে। সকাল ৮-১০টা পর্যন্ত ক্লাস করে চলে যায় ওয়ার্কশপে কাজ করতে। সেখানে রাত ৮টা পর্যন্ত কাজ করে। মাঝখানে দুপুর ২-৩টা পর্যন্ত মসজিদে আরবী পড়তে যায়। ক্লাস্ত শরীর নিয়ে রাত ৮টায় ফিরে ছোট্ট রেযওয়ান। তাদের ঘরে একটা আলো হওয়ায় তা দিয়ে তার মা কাজ করেন। ফলে তাকে পড়ার জন্য যেতে হয় ফুটপাথের ল্যাম্পোস্টের নিচে (সূত্র : রাস্তার আলোয় পড়া এ যুগের বিদ্যাসাগর : গুগল)।

ক্লাস্ত-শ্রান্ত রেযওয়ান চাইলে ক্লাস্তি আর আলোর অজুহাতে অলসভাবে ঘুমাতে পারত। কিন্তু সে অলসতাকে পরিহার করে দিন-রাত এভাবেই কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনকে আলোকিত করেছে।

বন্ধুরা! এখন তোমরা নিজের দিকে খিয়াল কর। তুমি নিশ্চয় রেযওয়ানের মতো এতটা দরিদ্র পরিবারের না। রেযওয়ান যদি তোমার সমবয়সী হয়ে অলসতা না করে পরিশ্রম করতে পারে, তবে তুমি কেন পারবে না?

তাই অলসতা দূর করার শ্রেষ্ঠ নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তা হল দো'আ পড়া, ওযু করা ও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা (বুখারী হ/১১৪২)।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতেন তখন ছাহাবীগণ খুবই মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন। উভয় জগতে এ ছাহাবীগণ সফলকাম। তাই তোমাকে সফল শিক্ষার্থী হতে হলে অবশ্যই গভীর মনোযোগ

দিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। আর মনোযোগই একদিন তোমাকে সফলতার সাথে সাক্ষাৎ করাবে।

৩. ভয় ও লজ্জা : অনেকেই ক্লাসের পড়া বুঝতে না পেরেও শিক্ষককে কিছু বলে না। সে ভাবে সবাই বুঝল আর আমি বুঝলাম না। অন্যরা আমাকে কী বলবে? এ সব ভেবে সে আর প্রশ্ন করে না। ফলে বিষয়টি তার কাছে অজানাই থেকে যায়। তার আর মেধাবী হওয়া বা মেধাবীদের সাথে পাল্লা দেওয়া হয়না। সে হতাশায় ভোগে।

খ্রিসের এথেন্সের একজন ব্যক্তি, যার নাক চ্যাপটা, স্বাস্থ্যে মোটা। উচ্চতাই বেগুন গাছের মতো বেঁটে, আর গায়ে অধিকাংশ সময়ই সাধারণ কাপড়-চোপড়। আকার আকৃতিতে কুৎসিত হলেও তিনি মানুষের কাছে প্রশ্ন করতেন, যে বিষয়ে তিনি জানতেন না। অনেকেই তার অধিক প্রশ্নের কারণে বিরক্তবোধ করতেন। প্রশ্ন করতে করতে জ্ঞান আহরণের মধ্যে দিয়ে তিনি হয়ে ওঠলেন দার্শনিক। তার নাম হল দার্শনিক সক্রেটিস।

সক্রেটিস যদি অনেকের মতো লোক লজ্জায় অধিকবার প্রশ্ন না করতেন। তবে তিনি তাদের মতো মূর্খই থেকে যেতেন। তার আর দার্শনিক হওয়া হত না। তাহলে বন্ধুরা আজ থেকে আমরা প্রশ্ন করতে দ্বিধা করব না। মানুষ যে সবটাই জানবে এমনটা কিন্তু না। তাই যে বিষয়টি আমাদের জানা নেই সেটি শিক্ষকের কাছ থেকে কোন রূপ লজ্জা ছাড়াই জেনে নিব।

৪. সুশৃংখল ও অনুগত না হওয়া :

পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের খুব কমন একটা সমস্যা হল বিশৃংখলা। এরা নিয়মতান্ত্রিক কোন কাজ করতে পারে না। আবার শিক্ষক কিংবা বয়জোষ্ঠদের কথা মতো চলতে পারে না। বড়দের অনুগত হয় না।

কিন্তু একজন সফল ছাত্র কখনো এলোমেলোভাবে কাজ করে না। বড়দের অবাধ্য হয়না। নিয়ম মারফিক তারা তাদের পড়ালেখা চালিয়ে যাই। তাই সফল শিক্ষার্থী হতে হলে অবশ্যই তাকে হতে হবে আনুগত্যশীল। শৃংখলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এম কে গান্ডো বলেন,

‘Dicipline maintain system’ system maintain development’  
development vibrates human-life. so disipline must be followed.

অর্থাৎ শৃংখলা নিয়মকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে উন্নতিকে। আর উন্নতি দ্বারাই মানব জীবন শিহরিত হয়। তাই শৃংখলা অবশ্য অনুসরণীয়।

নিয়ম শৃংখলা ছাড়া ছাত্র জীবনের উন্নতি অসম্ভব :

Read while read play while you play

That is the way To be happy and gay.

এছাড়াও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদেশ না মেনে ওহোদ যুদ্ধে শৃংখলা ভঙ্গ করার কারণে মুসলমানদের অনেক ক্ষতির ভার বহণ করতে হয়েছিল।

সমস্যাকে সম্ভাবনা মনে করুন

জীবনের পথচলা সব সময় সহজ-সরল নয়। প্রতিটি দিন নতুন নতুনভাবে আসে। কখনো আসে সফলতা নিয়ে আবার কখনো ভরপুর থাকে ব্যর্থতায়। সফল মানুষদের জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। তারা ব্যর্থতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে সামনে এগিয়ে যান।

আসলে জীবনের এই চ্যালেঞ্জগুলোকে সঙ্গে নিয়ে এগোলেই সমাধান পাওয়া যাবে। এটা সম্ভব হবে তখন যখন কেউ অনেক বাধা-বিপত্তির মুখেও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে পারবেন। শুকরিয়া আর আনন্দের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রত্যাশী থাকবেন। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি সমস্যাকে তাই সম্ভাবনা হিসাবে মনে করুন।

আমরা হব সফল... আমরা হব সফল... আমরা হব সফল একদিন- বিখ্যাত এই গানটি সাফল্যের প্রতি মানুষের তীব্র ক্ষুধা এবং আকাঙ্ক্ষার কথা জানান দেয়।

আসলে সফলতা কী? কিভাবেই বা তা ঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়? এ নিয়ে একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। তা হল, 'সাফল্য শুধু মানুষের অবস্থান দিয়ে পরিমাপ্য না, বরং আদতে একজন মানুষ জীবনে কি পরিমাণ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেছে- সাফল্যের পরিমাপে সেটি একটি বড় বিবেচ্য বিষয়'। ব্যক্তিগত কিংবা কর্মজীবনে আমরা সবাই সাফল্য এবং ব্যর্থতার সূক্ষ্ম সীমারেখায় যুক্ত পথের যাত্রী। যে পথে সাফল্য এবং ব্যর্থতা পাশাপাশি অবস্থান করে। তাই সফল হতে চাইলে আপনাকে ব্যর্থও হতে হবে। শিখতে হবে আশপাশের মানুষের ব্যর্থতা থেকেও।

সফল মানুষরা কিন্তু কেবল জন্মসূত্রে কিংবা ভাগ্যবলে সফল নন। সাফল্যের পেছনে থাকে বিস্তর পরিশ্রম, ত্যাগ, অধ্যবসায় ও ঝুঁকি গ্রহণের সাহস।



বিশ্বখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিনে সফল ব্যক্তিদের মধ্যে পরিলক্ষিত ১২টি কমন বা সাধারণ গুণাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাফল্যের জন্য ক্ষুধার্ত? তাহলে নিচের তালিকাটি পড়ে নিতে পারেন। সফল ব্যক্তির সাধারণত-

১. সাহসিকতার সঙ্গে ব্যর্থ হন : ব্যর্থতা আসবেই। তা আপনি যতই গুণাবিত হন না কেন? সফল মানুষরা এই সহজ সত্যটাকে মেনে নেন। তারা ব্যর্থতার ভেতর দিয়েই সাফল্যের অন্বেষণ চালিয়ে যান। যখন সাধারণ মানুষ হাল ছেড়ে দেন, তখনও তারা চেষ্টা চালিয়ে যান। একই ব্যর্থতায় বারবার না জড়িয়ে বরং ব্যর্থ জীবন থেকে শিক্ষা নেন।

২. লক্ষ্য নির্ধারণ করেন : কেবল 'লং টার্ম' গোল বা লক্ষ্য নয়, সফল ব্যক্তির সচেতন হন 'শর্ট টার্ম' বা প্রাত্যহিক লক্ষ্য অর্জনে। প্রতিদিনকার বিন্দু বিন্দু জমিয়ে তারা তৈরী করে নিতে জানেন সিদ্ধ।

৩. পরিশ্রমী হন : পরিশ্রম কখনো কাউকে ফাঁকি দেয় না। পরিশ্রমী মানুষ উভয় জগতে সফল হন। পরিশ্রম আর আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে কর্ম করলে ব্যর্থতার মধ্যেও সফলতার সুবাতাস অনুভব করা যায়।

৪. পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রাখেন : সচেতন পর্যবেক্ষণ সার্বিক পরিস্থিতির পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে। কোথায় কী ঘাটতি? তা পূরণে কী করণীয়; যা করণীয় তার সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, এই সব কিছু বুঝতে পারা যায় সচেতন পর্যবেক্ষণে।

৫. অলসতা পরিহার করেন : সফল ব্যক্তির যা সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানেন, এমনটা নয়। তবে তারা যে কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর হন। ভয়ে কিংবা অনিশ্চয়তার চিন্তায় পিছু হটেন না।

৬. দৃষ্টিপাত করেন সামগ্রিক চিত্রে : শুধু অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নয়, সফল ব্যক্তির চোখ রাখেন সার্বিক পরিস্থিতিতে। দেখতে চেষ্টা করেন সামগ্রিক ফলাফল। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ- এই তিনকে এক সুতোয় গেঁথে তৈরী করেন সাফল্যের সিঁড়ি।

৭. নিজের প্রতি আস্থা রাখেন : সফল ব্যক্তির নিজের প্রতি আস্থাশীল হন। নিজের শক্তি এবং দুর্বলতার ব্যাপারে ওয়াকিফহাল হন। নিজেকে দিয়ে কী সম্ভব আর কী সম্ভব না এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা থাকায় তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বেশিরভাগ সময়।

৮. নিবেদিত হন : লক্ষ্যের প্রতি আত্মনিয়োগ ব্যতীত সাফল্য অর্জন কঠিন। সবচেয়ে সফল মানুষেরা সবচেয়ে নিবেদিত হন।

৯. সাবধানতা অবলম্বন করেন : সফল হতে হলে সাবধানতা প্রয়োজন। চোখ কান খোলা রেখে চারপাশের পরিবেশ বোঝার চেষ্টা না করার মানে হল- সুযোগ হাতছাড়া করা। সফল ব্যক্তির সাবধানতার সাথে শোনে, ভাবেন ও বোঝেন।

১০. হাল ছাড়েন না : সফল ব্যক্তির হাল ছাড়েন না। তারা কি ব্যর্থ হন? অবশ্যই। তবে ব্যর্থতা এলেই তাদের জীবনীশক্তি ফুরিয়ে যায় না। প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ চালিয়ে যান।

১১. যোগাযোগে তুখোড় হন : সফল ব্যক্তির শাণিত যোগাযোগ দক্ষতার অধিকারী হন। সহজেই মানুষকে বুঝতে এবং বোঝাতে পারেন। সমঝোতায় পটু হন। বাচনভঙ্গিতে হন আত্মবিশ্বাসী।

১২. বিনয়ী হন : সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার চলে আসা ভালো নয়। অনেক সফল ব্যক্তির মধ্যে অহঙ্কারের ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না। তারা নিজের সীমাবদ্ধতা বোঝেন। বোঝেন অন্যেরটাও। ক্ষমা চাইতে জানেন। ক্ষমা করতেও জানেন।

সফলতার খোঁজে বিভোর হলে-

উপরোক্ত অভ্যাসগুলো চর্চা করুন। সফলতা আপনাকে খুঁজে নিবে।

তাই আমরা বলতে পারি, সফল শিক্ষার্থী হতে চাইলে অবশ্যই আমাদেরকে যাবতীয় অনিয়ম ছেড়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে রাতে ঘুমাতে যাবার আগে পরবর্তী দিনের রুটিন করা যেতে পারে এবং ঘুমানোর আগে নিজের কাছেই জবাবদিহিতা করার মন-মানসিকতা তৈরী করা যেতে পারে। এতে করে সময়ের সাথে কাজ করার অভ্যাস তৈরী হবে।

উপসংহার :

পরিশেষে সোনামণি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, নিজেকে সফল মেধাবী হিসাবে তুলে ধরতে নিয়মিত পড়াশুনা ও রুটিন মাফিক কাজ করা, অলসতা পরিহার করা এবং অজুহাতকে বিদায় জানানোর বিকল্প নেই। তাই আমরা সবাই হতাশ না হয়ে জীবনের শেষ দেখতে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে পথ চলতে শুরু করি। সবাইকে দেখিয়ে দেই যে, আমিও পারি, আমি অকেজো নয়। স্বরণ করিয়ে দিতে চাই পৃথিবীতে যারা কিছু করেছে তারা অধিকাংশ সমাজের অবহেলিত মানুষ। যাদেরকে কেউ কিছুই মনে করত না। সেই মানুষগুলো বারবার ব্যর্থ হয়েও পথ চলা থামায়নি। তাই আমরাও জীবনে সফল হতে আল্লাহর সাহায্য কামনায় সামনের দিকে এগিয়ে চলব। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

# কবিতা গুচ্ছ

## কুরআন

যুবায়ের, মজুব বিভাগ  
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী  
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শুনবো নাকো বারণ,  
যতই থাকুক কারণ।  
আসবে এবার জয়,  
নেই তো কোন ভয়।  
আমরা সবাই জানি  
আমরা সবাই মানি,  
জীবন দিয়ে রক্ষা করব  
আল্লাহ তা'আলার বাণী।  
আল-কুরআনের হবে জয়,  
আল্লাহর যদি দয়া থাকে  
নেই যে কোন ভয়।  
সোনার দেশ গড়তে চাই,  
কুরআনের আইন মানতে চাই।

## মিথ্যা বলা

সাকুরা, ৬ষ্ঠ শ্রেণী  
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী  
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মিথ্যা বলা মহাপাপ  
জেনে রেখো ভাই।  
মিথ্যা কথা বলতে মানা  
হাদীছ পড়ে পাই।  
মিথ্যা হলো পাপের মা  
সব খারাপের মূল।  
মিথ্যা বললে দুনিয়াতেই  
হারাবে দুই কূল।

## হে আল্লাহ!

আতিয়া খাতুন, দাওরা ১ম বর্ষ  
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী  
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হে মহান আল্লাহ  
তুমি অসীম, তুমি অপার,  
তোমার নেই তুলনা।  
সৃষ্টি করেছ এই ধরণি  
সৃষ্টি করেছ এই সুনীল আকাশ,  
পাহাড় নদী-নক্ষত্ররাজি  
সবই যে তোমারি দয়ার প্রকাশ।  
করেছ তুমি মোদের  
সৃষ্টির সেরা মাখলুকাত,  
বিবেক বুদ্ধি দিয়েছ তুমি  
করতে তোমার ইবাদত।  
হে প্রভু! প্রভু দয়াময়  
কিয়ামতের ঐ বিভীষিকাময় দিনে  
ঠাই দিও তোমার আরশের ছায়ায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ভূ-  
পৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা  
পশমের ঘর (অর্থাৎ তাঁবু) বাকী  
থাকবে না, যেখানে আল্লাহ  
ইসলামের বাণী পৌঁছাবেন না,  
সম্মানী ব্যক্তির ঘরে সম্মানের  
সাথে এবং অপমানিতের ঘরে  
অপমানের সাথে' (আহমাদ  
হা/২৩৮-৬৫)।

## বাংলাদেশের জলপ্রপাত সমূহ

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম  
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনারমণি।

## খৈয়াছড়া ঝর্ণা



খৈয়াছড়া ঝর্ণা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের পাহাড়ে অবস্থিত একটি জলপ্রপাত। মিরসরাই উপজেলায় অবস্থিত অন্যান্য জলপ্রপাত যেমন কমলদহ ঝর্ণা, নাপিতাছড়া ঝর্ণা, সহস্রধারা ঝর্ণা, ঝরঝরি ঝর্ণা প্রভৃতির তুলনায় খৈয়াছড়া ঝর্ণা ও এর ঝরিপথ অন্যতম বৃহৎ। খৈয়াছড়া ঝর্ণায় মোট ৯টি বড় ঝর্ণার ধাপ (তথা ক্যাসকেড) ও অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন ধাপ রয়েছে। মিরসরাই উপজেলার খৈয়াছড়া ইউনিয়নে ঝর্ণাটির অবস্থানের কারণে ঝর্ণাটির নামকরণ করা হয়েছে 'খৈয়াছড়া ঝর্ণা'।

## অবস্থান

চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার খৈয়াছড়া ইউনিয়নের বঙতাকিয়া বাজারের উত্তর পার্শ্বে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ৪.২ কিলোমিটার পূর্বে এই ঝর্ণার অবস্থান। ঝর্ণাটির অবস্থান পাহাড়ের ভেতরের দিকে হওয়ায় সরাসরি কোন যানবাহন ব্যবহার করে ঝর্ণাটির পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয় না। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ থেকে পায়ে হেঁটে কিংবা স্থানীয় যানবাহন (যেমন : সিএনজি)

ব্যবহার করে ঝর্ণাটির কাছাকাছি গ্রামে পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামের ভিতর দিয়ে ঝর্ণার মূল ধারা পর্যন্ত পৌঁছানোর বাকি পথের জন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, শুধুমাত্র পায়েহেঁটে পৌঁছানো সম্ভব।

### ইতিহাস

ধারণা করা হয় প্রায় ৫০ বছর আগে থেকেই প্রবাহিত হচ্ছে খৈয়াছড়া ঝর্ণাটি। জনমানবহীন পাহাড় এলাকা এবং ঝোপ ঝাড়ের আধিক্যের জন্য এটির অবস্থান আবিষ্কারে সময় লেগেছে। আবার অনেকে ধারণা করেন প্রায় ৫০ বছর আগে পাহাড় ঢলের ফলে এই ঝর্ণাটি তৈরী হয়েছে, এর পূর্বে এখানে ঝর্ণাটি ছিল না।

২০১০ সালে সরকার বারৈয়াঢালা ব্লক থেকে কুণ্ডের হাট (বঙতাকিয়া) ব্লকের ২৯৩৩.৬১ হেক্টরের পাহাড়কে জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করায় খৈয়াছড়া ঝর্ণা জাতীয় উদ্যানের আওতাভুক্ত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ২০১৭ সালে চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের 'রামগঞ্জ-সীতাকুণ্ড-রিজার্ভ ফরেস্টের' খৈয়াছড়া ঝর্ণাকে কেন্দ্র করে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার অন্যতম মূল লক্ষ্য হল খৈয়াছড়া ঝর্ণার সংরক্ষণ।

### রিছাং ঝর্ণা



রিছাং ঝর্ণা (সাপ মারা রিসাং ঝর্ণা নামেও পরিচিত) খাগড়াছড়ি যেলায় মাটিরঙ্গা উপষেলার সাপমারা গ্রামে অবস্থিত একটি পাহাড়ী ঝর্ণা।

খাগড়াছড়ি শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১০ কি.মি.। এই ঝর্ণার উচ্চতা প্রায় ১০০ ফুট।

### নামের উৎপত্তি

রিছাং শব্দটি এসেছে খাগড়াছড়ির মারমা সম্প্রদায়ের ভাষা থেকে। মারমা ভাষায় রিং শব্দের অর্থ পানি আর ছাং এর অর্থ উঁচু স্থান হতে কোনো কিছু গড়িয়ে পড়াকে বুঝায়। অর্থাৎ রিছাং শব্দ দ্বারা উঁচু স্থান হতে পানিরাশি গড়িয়ে পড়াকে বুঝায়। এর অপর নাম তেরাং তৈকলাই।

### বিবরণ

খাগড়াছড়ি যেলা সদর থেকে ১১ কি.মি. আর মাটিরঙ্গা উপযেলা সদর থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দূরত্বে খাগড়াছড়ি-ঢাকা মূল সড়ক হতে আরও ১ কি.মি. দক্ষিণে 'রিছাং ঝর্ণা' অবস্থিত। মূল সড়ক থেকে পাহাড়ী পথ পাহাড় দিয়ে, ঝর্ণার পথে ২৩৫ ধাপের সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। বর্ষাকালে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ই ঝর্ণার শব্দ শোনা যায়। উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে যেতে যেতে যে কারও দৃষ্টি আটকে যাবে পাহাড়ী সবুজের সমারোহে। আনুমানিক ১৯৯৩-৯৪ সালে এই প্রাকৃতিক ঝর্ণাটি আবিষ্কৃত হয় বলে জানা যায়; জুম চাষের সুবাদে ঝর্ণাটি সবার নম্বরে আসে।

### আকর্ষণ

১০০ ফুট উঁচু পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে ঝর্ণার জলধারা। পানির গতিপথ ঢালু হওয়ায় প্রাকৃতিক ওয়াটার স্টাইডিং-এর সৃষ্টি হয়েছে, যা এই ঝর্ণার প্রধান আকর্ষণ। শুধু ঝর্ণাটিই নয়, ঝর্ণা অভিমুখে সমগ্র যাত্রা পথটাই দারুন রোমাঞ্চকর। ঝর্ণার পথে পাহাড়ী ঢালু রাস্তা আর সিঁড়ি এবং চারদিকের সবুজের সমারোহ বেশ আকর্ষণীয়।

'সেই ব্যক্তির জন্য বড় আফসোস! যে নিজের পসন্দনীয় কিছু অর্জন করার জন্য আল্লাহর অপসন্দনীয় কাজে লিপ্ত হয়। আল্লাহর কসম! সে যা কিছু অর্জন করেছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি কল্যাণ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করেছে' (ইবনুল জাওয়ী (রহ.) ছায়দুল খাতের, পৃ. ২০৯)।

## ৭ বছর বয়সেই পাইলট!

শিশুটির বয়স মাত্র সাত বছর। এর মধ্যেই উড়োজাহাজ চালানোর বিদ্যা সে রপ্ত করে ফেলেছে! উড়োজাহাজ চালনায় প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে তিনবার পাইলটের সঙ্গে ছিল সে। তাকে নিয়ে তার দেশে শুরু হয়েছে হইচই। এরই মধ্যে তারকাখ্যাতি পেয়েছে শিশুটি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, সাত বছর বয়সী শিশুটির নাম গ্রাহাম শেমা। তার বাড়ি উগান্ডায়।

স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো এরই মধ্যে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গণমাধ্যমগুলোতে শিশুটিকে 'ক্যাপ্টেন' নামে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উগান্ডায় নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত এরই মধ্যে গ্রাহামের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। উগান্ডার পরিবহনমন্ত্রীও তাকে এক সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রাহামের আগ্রহ বেশি। সে বলেছে, বড় হয়ে উড়োজাহাজের পাইলট হতে চায়। মহাকাশচারী হওয়ার ইচ্ছাও আছে তার এবং যেতে চায় মঙ্গল গ্রহে। গ্রাহাম বলেছে, 'আমার অনুকরণীয় ব্যক্তি হলেন ইলন মাস্ক'। এরই মধ্যে প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে 'সেসনা ১৭২' মডেলের উড়োজাহাজ চালনায় অংশ নিয়েছে সে।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, এক দুর্ঘটনার পর থেকেই উড়োজাহাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে গ্রাহাম শেমা। ঘটনাটি হল স্থানীয় পুলিশের একটি হেলিকপ্টার খুব নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। একসময় গ্রাহামের দাদির বাসার ছাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই হেলিকপ্টারের কারণে। গ্রাহামের মা বলেন, 'এই ঘটনায় তার মনে দাগ কেটে যায়। এরপর থেকেই উড়োজাহাজ কীভাবে কাজ করে, তা নিয়ে গ্রাহাম জানার চেষ্টা শুরু করে'। গত বছর স্থানীয় একটি অ্যাভিয়েশন একাডেমিতে গ্রাহামকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। তখন থেকে গ্রাহামের জানাশোনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এখন উড়োজাহাজ চালানো শিখছে গ্রাহাম শেমা।

দৈনিক ইনকিলাব, ২৬শে ডিসেম্বর ২০২০, পৃ. ৪।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'গুনাহ হল, যা তোমার অন্তরে সংকোচ মনে হয় এবং মনের মধ্যে দিখাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে' (আহমাদ হা/১৮০৩০)।

## চা

- ☛ বাংলাদেশের প্রথম চা জাদুঘর শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- ☛ বাংলাদেশের প্রথম চা জাদুঘর যাত্রা শুরু করে ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে।
- ☛ বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে, চট্টগ্রামে।
- ☛ বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল চা।
- ☛ বাংলাদেশের চা সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় পাকিস্তানে (দ্বিতীয় আফগানিস্তানে)।
- ☛ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪০ সালে (চট্টগ্রাম ক্লাব এলাকায়)।
- ☛ বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় সিলেটের মালনীছড়ায় ১৮৫৫ সালে।
- ☛ বাংলাদেশে মোট চা বাগানের সংখ্যা ১৬২টি।
- ☛ বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) স্থাপিত হল ১৯৫৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, মৌলভীবাজার যেলার শ্রীমঙ্গলে।
- ☛ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন হয় মৌলভীবাজার যেলায়।
- ☛ বাংলাদেশে উৎপাদিত চা দুই প্রকার। যথা : কালো চা ও সবুজ চা।
- ☛ বাংলাদেশী চা কোম্পানির মধ্যে বৃহত্তম কোম্পানি 'ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেড'।
- ☛ বিশ্বে চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান ১০ম।
- ☛ বিশ্বে চা রপ্তানিতে বাংলাদেশ ১৫তম।
- ☛ বিশ্বে চা উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চীন।

## বাংলাদেশের চা বাগানসমূহ

মৌলভীবাজার	৯০টি	হবিগঞ্জ	২৩টি
চট্টগ্রাম	২১টি	সিলেট	১৮টি
পঞ্চগড়	৯টি	রাঙ্গামাটি	১টি



# একটু খানি হাসি

## আগামী কালের জন্য

মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক, ৫ম শ্রেণী  
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী  
নওদাপাড়া, রজশাহী।

(বাবা ও ছেলের কথা হচ্ছে)

বাবা : আজকের কাজ আগামী কালের জন্য ফেলে রাখবেনা। আজকের কাজ আজকেই করে ফেলবে।

ছেলে : ও তাই! তাহলে তো মজা।

বাবা : কেন?

ছেলে : তুমি যে মিষ্টিগুলো এনেছিলে তা আমি আগামী কালকের জন্য ফেলে না রেখে, আজ সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছি।

শিক্ষা :

মুমিন এক পেটে খায়। আর কাফের সাত পেটে খায়। তাই কম খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

## টু শব্দ

মুহাম্মাদ যাকারিয়া, হিফয বিভাগ  
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী  
নওদাপাড়া, রজশাহী।

(শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথা হচ্ছে)

শিক্ষক : ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরা গোলমাল করছিল, শিক্ষক ঢুকে হুংকার দিলেন, টু শব্দ করা যাবে না। একদম চুপ! অতঃপর তিনি সামনের এক জনকে বললেন, তুমি ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত বল?

ছাত্র : ওয়ান, থ্রি, ফোর, ফাইভ, সিক্স, সিভেন, এইট, নাইন, টেন।

শিক্ষক : কি হলো টু বাদ দিলে কেন?

ছাত্র : ওই যে বললেন, টু শব্দ করা যাবে না।

শিক্ষা :

শিক্ষকের কথা আগে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। তারপর উত্তর দিতে হবে।

## পানি থেকে উদ্ধার

নানা নাতির মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল এমন সময় নানা নাতিকে বললেন?

শুন যদি তুমি কাউকে নদীতে ডুবে যেতে দেখ সঙ্গে সঙ্গে তার চুল টেনে ধরে উদ্ধার করবে।

নাতি : নানা আপনি যদি ডুবে যান তাহলে উদ্ধার করব না।

নানা : কেন? আমাকে উদ্ধার করবে না?

নাতি : কারণ আপনার মাথায় তো চুল নেই।

শিক্ষা :

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে।

## মশা

শফীক : আচ্ছা রফীক তুমি কাকে ভয় করো? বাঘ না মশাকে?

রফীক : আমি মশা কে বেশি ভয় করি।

শফীক : কেন, বন্ধু?

রফীক : কারণ বাঘকে ভয় করে আমরা বাঘ খাঁচায় বন্দি করি, কিন্তু মশার ভয়ে আমরা নিজেই খাঁচায় (মশারিতে) বন্দি হই।

শিক্ষা :

সময় ও অবস্থা বুঝে কর্মের ধরণ পরিবর্তন হবে।

# দেশ পরিচিতি

## যুক্তরাজ্য

দেশটি ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

সাংবিধানিক নাম : গ্রেইট ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্য।

রাজধানী : লন্ডন।

আয়তন : ২,৪২,৪৯৫ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৬৪,৭১৬,০০০ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ০.৬%।

ভাষা : ইংরেজী।

মুদ্রা : পাউন্ড।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : খ্রিস্টান (৭১.১%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৯%।

মাথাপিছু আয় : ৪১,১৫৯ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৮১.২ বছর।

সরকার পদ্ধতি : সাংবিধানিক রাজতন্ত্র।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২৪শে অক্টোবর ১৯৪৫ সাল।

[সূত্র : নতুন বিশ্ব ৪৯তম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২০, ৪২ পৃ. ও উইকিপিডিয়া]



ইংল্যান্ডের প্রাচীন শাহ জাহান খান মসজিদ। বর্তমানে ওকিং মসজিদ হিসাবে সমধিক পরিচিত। ধারণা করা হয়, ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে স্থাপিত ইংল্যান্ডের প্রথম মসজিদ এটিই। ১৮৮৯ সালে ওকিং শহরের ওরিয়েন্টাল কলেজ শিক্ষার্থীদের ছালাতের স্থান তৈরীতে ভূপালের সম্রাজ্ঞী শাহ জাহান বেগম অর্থদান করেন।

# যেলা পরিচিতি

## পিরোজপুর

প্রতিষ্ঠা : ১৯৮৪ সাল।

সীমা : পিরোজপুর যেলার উত্তরে গোপালগঞ্জ ও বরিশাল, পূর্বে ঝালকাঠী, দক্ষিণে বরগুনা এবং পশ্চিমে বাগেরহাট যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ১,২৭৭.৮০ বর্গ কিলোমিটার।

উপজেলা : ৭টি। পিরোজপুর সদর, ভাণ্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, নেছারাবাদ, কাউখালি ও ইন্দুরকানি।

পৌরসভা : ৪টি। পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, স্বরূপকাঠি ও ভাণ্ডারিয়া।

ইউনিয়ন : ৫২টি।

গ্রাম : ৬৪৮টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : মধুমতী, বালেশ্বরী, কচাখালী, সন্ধ্যা প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : রায়বাহাদুর চৌধুরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদ ও ঐতিহাসিক মসজিদ (ভাণ্ডারিয়া) প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, বিশিষ্ট আলেম; খান বাহাদুর হাশেম আলী খান; মেজর (অব.) মাহদী আলী ইমাম, বীরবিক্রম; সুবেদার তাজুল ইসলাম; মাওলানা নাছিরুদ্দীন, ছারছীনা মাদ্রাসার প্রতষ্ঠাতা; আহসান হাবীব, কবি ও সাংবাদিক; বেগম মতিয়া চৌধুরী, বর্তমান কৃষি মন্ত্রী।

[সূত্র : নতুন বিশ্ব ৪৯তম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২০, ১২৯ পৃ. ও উইকিপিডিয়া]



## সংগঠন পরিক্রমা

পাহাড়পুর, বলগাছী, নওগাঁ ৮ই ফেব্রুয়ারী সোমবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় 'সোনামণি' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বদলগাছী উপজেলাধীন পাহাড়পুর বুদ্ধবিহার পরিদর্শন উপলক্ষ্যে সোনামণি আঞ্চলিক শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে পরিচালিত উক্ত শিক্ষা সফরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ডা. শাহীনুর রহমান ও জয়পুরহাট 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাজমুল হক।

উল্লেখ্য, শিক্ষা সফরে ৪৭ জন সোনামণি সহ মোট ৮৫ জন অংশগ্রহণ করে।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর মারকায এলাকার উদ্যোগে দারুল হাদীছ (প্রা.) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ নওদাপাড়া, রাজশাহীতে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকার প্রধান উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক বেলাল হোসাইন ও মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর 'সোনামণি'র পরিচালক আবু রায়হান, সহ-পরিচালক নাজমুন নাসিম ও মারকায এলাকার পরিচালক ইমরুল কায়েস। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আরাফাত ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ওবায়দুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকায এলাকার সহ-পরিচালক ইয়াসীন আরাফত।

সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গাংনী থানাধীন সাহারবাটি আহলেহাদীছ মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আল আওন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ জুয়েল রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। প্রশিক্ষণে কুরআন

তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রায়হানুল ইসলাম।

রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী ১৭ই ফেব্রুয়ারী বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৬-টায় যেলার পাংশা থানাধীন রঘুনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের দাতা সদস্য আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ঈমান আলী ও যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ ত্বা ও উদয়পুর আবু রায়হান, আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্রাহীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন।

রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ৪ঠা জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কলারোয়া থানাধীন রাজপুর ফুরকারিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনাবাড়ীয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুছ হুবুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফারহানা খাতুন।

কান্ধাইল নয়াপাড়া, কাষীপুর, সিরাজগঞ্জ ৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কাষীপুর থানাধীন কান্ধাইল নয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রাসেল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ জিহাদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোহানুর রহমান।

❖ 'নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা'।

❖ 'মানবীয় জ্ঞানের সম্মুখে যদি অহি-র জ্ঞানের অভ্রান্ত সত্যের আলো না থাকে, তাহলে যেকোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তুগত উন্নতি তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে'।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

## শিশুর বদহজম

অধ্যাপক ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী

বিভাগীয় প্রধান, শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

শিশুর যে কোন শারীরিক অসুস্থায় পরিবারের সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। এর মধ্যে কিছু সমস্যা সাময়িক যা সহজে সমাধান করা যায়। কিছু অসুখের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন।

শিশুর খাবার যদি যথাযথভাবে পাচ্যনালিতে শোষিত না হয়, তবে সে অপুষ্টি সংকটে পড়ে। ৫ বছরের কম বয়সী শিশু প্রধানত এর শিকার।

শিশু বয়সে বদহজমের সচরাচর কারণ

১. গরুর দুধের অ্যালার্জি।
২. কৃমি সংক্রমণ বিশেষতঃ জিয়ারডিয়া, ক্রিপটো স্পেয়ারিডিয়াম।
৩. সিলিয়াক ডিজিজ- যা গম, বার্লি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য : পেস্ট্রি, হট ডগস প্রভৃতিতে থাকা গ্লুটেন উপাদানে সংঘটিত হয়।
৪. হজমের নানা এনজাইম যা অগ্ল্যাশয়, পিত্তথলি হতে নিঃসৃত হয় তার অভাব।

রোগ লক্ষণাদি

১. দীর্ঘমেয়াদি ডায়রিয়া।
২. উচ্চতায় না বাড়া।
৩. রক্তস্ফলিত।
৪. রিকেটস্।
৫. শর্করা জাতীয় খাবারে বদহজম-শিশুর মলের পরিমাণ বেশি থাকে, পেট ফাঁপা থাকে ও পায়ুপথে বেশি বাতাস বের হয়।
৬. আমিষ জাতীয় খাবারে হজমে গোলমাল হলে শিশুর মল দুর্গন্ধযুক্ত হয় ও তার শরীরে ফোলা বা পানি জমে।

৬. ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় খাবার শোষণে সমস্যা থাকলে সে 'এ ভিটামিন'সহ নানা ভিটামিনের অভাবে ভোগে।

৭. নানা ভিটামিনস্ (খাদ্যপ্রাণ) ও মিনারেলস্ (খনিজ পদার্থ) এর অভাবজনিত রোগ চিহ্ন যেমন : রক্ত শূন্যতা, রক্তাভ জিভ, মুখের কোনায় ঘা ইত্যাদি দেখা যায়।

### চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা

১. পরপর তিন দিন মল পরীক্ষায় রোগের কারণের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।
২. কারণ ভেদে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা।
৩. গাভীর দুধের অ্যালার্জিতে- গাভীর দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার যেমন বিস্কুট, ঘি, মাখন ইত্যাদি খাবার খেতে না দেয়া, এমনকি তা অল্প পরিমাণেও না। এ ধরনের বদহজম রোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিন বছর বয়সের মধ্যে লোপ পায়।
৪. সিলিয়াক ডিজিজ নির্ণয় করা গেলে- যা নির্ণয়ে কখনওবা অনুমানের সঙ্গে আন্থ্রিক বায়োপসি করতে হয়, গুটেনযুক্ত খাবার শিশুর খাদ্য তালিকা হতে বাদ দিতে হবে।

❖ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ডাকে না, তিনি তার উপরে ক্রুদ্ধ হন' (ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৭)।

❖ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের জন্য দো'আ করে, যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ বা আত্মীয়তা ছিল করার কথা থাকে না, আল্লাহ পাক উক্ত দো'আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন।

(১) তার দো'আ দ্রুত কবুল করেন অথবা (২) তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন অথবা (৩) তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ উৎসাহিত হয়ে বললেন, তাহলে আমরা বেশি বেশি দো'আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তার চাইতে আরও বেশি দো'আ কবুলকারী' (আহমাদ, মিশকাত হা/২২৫৯)।





১. অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস এবং ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড কী?

উ :.....

২. ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানী এ.পি.জে আবুল কালাম অর্থের অভাবে কী করতেন?

উ :.....

৩. কিয়ামতের দিন জাহান্নামের কতটি লাগাম থাকবে?

উ : .....

৪. প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ৬টি? দুটি উল্লেখ কর।

উ :.....

৫. মানুষ কত কি.মি. গতিবেগে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে?

উ :.....

৬. একাধারে চল্লিশ দিন জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করলে কোন দু'টি মুক্তিপত্র লিখে দেওয়া হবে?

উ :.....

৭. কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে কিভাবে হাঁটিয়ে একত্রিত করা হবে?

উ :.....

৮ যে ব্যক্তি দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য কী সহজ করে দেন?

উ :.....

৯ কোন যুদ্ধে ছাহাবীগণ পিপাসিত থাকা সত্ত্বেও অন্যকে পানি পান করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেন?

উ :.....

১০. সংসার চালানোর জন্য কে রুটি বিক্রি করতেন?

উ :.....

## গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) আল্লাহর জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা সহ প্রার্থনা করাকে ইবাদত বলে (২) ত্রিশ জন (৩) ৪৬ ভাগ (৪) আবুবকর (রাঃ) (৫) রহমত (৬) আযান ও ইকামতের মধ্যকার সময়ের (৭) আদম আইল পাহাড় (৮) যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে (৯) একটি উপার্জিত ডলার ও (১০) স্যালাইন খাওয়াবেন।

## গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ, মজুব বিভাগ  
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী  
নওদাপড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : শফীকুল ইসলাম, ৪র্থ (ক)  
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী  
নওদাপড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : সানজিদা খাতুন, ৫ম শ্রেণী  
শিমুলদাইড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়  
কাষীপুর, সিরাজগঞ্জ।

## উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

## সম্পাদক

সোনামণি প্রতিভা

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : .....

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : .....

শ্রেণী : ..... রোল নং : .....

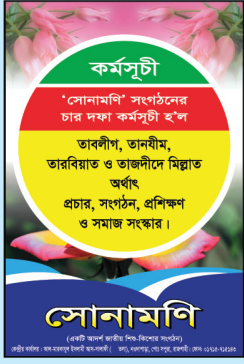
ঠিকানা : .....

মোবাইল : .....

 কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই এপ্রিল ২০২১।

 বি. দ্র. পত্রিকার মূলপাতা কেটে পাঠাতে হবে, ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।

# সোনামণি কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ



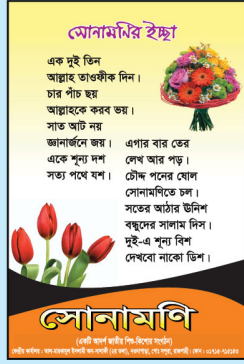
**কর্মসূচী**

'সোনামণি' সংগঠনের চার দফা কর্মসূচী হ'ল

তাবদীপ, তানবীম, তারবিয়াত ও তাজদীমে মিল্লাত অর্থাৎ প্রচার, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সমাজ সংস্কার।

**সোনামণি**

(স্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক সেন্টার)  
স্বামী মন্দির, ৯৯ বঙ্গবন্ধু সড়ক (আবুল কালাম), ঢাকা, বাংলাদেশ, মোবাইল: ৯৯১-১৩৬৬-১৩৬৬



**সোনামণির ইচ্ছা**

এক দুই দিন আল্লাহ তাওহীক দিন। চার পীচ ছয় আল্লাহকে করব ভয়। সাত আট নয় আনার্জনে জয়। একে পনের শোল সত্য পথে যশ।

এগার বার তের লেখ আর পড়। চৌদ্দ পনের শোল সোনামণিতে চল। সতের আঠার উনিশ বছরের সালাম নিস। দুই-এ শূন্য বিশ দেখবে নাশো চিশ।

**সোনামণি**

(স্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক সেন্টার)  
স্বামী মন্দির, ৯৯ বঙ্গবন্ধু সড়ক (আবুল কালাম), ঢাকা, বাংলাদেশ, মোবাইল: ৯৯১-১৩৬৬-১৩৬৬



**নীতিবাক্য গুটি**

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহের উপর ভরসা করি।  
(খ) রসুলুল্লাহের ছাড়া আল্লাহ-ই আল্লাহই ওয়া সাল্লামকে সর্বোচ্চ আদর হিসাবে গ্রহণ করি।  
(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।  
(ঘ) সত্যের আদেশ ও অত্যাচারের প্রতিরোধ করি।  
(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবার নিমিত্তে উৎসর্গ করি।

**সোনামণি**

(স্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক সেন্টার)  
স্বামী মন্দির, ৯৯ বঙ্গবন্ধু সড়ক (আবুল কালাম), ঢাকা, বাংলাদেশ, মোবাইল: ৯৯১-১৩৬৬-১৩৬৬



**‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর মুখপত্র**

## তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃষ্ট প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক ‘তাওহীদের ডাক’। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুঁজি উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশ্বদ ইসলামী অধীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত্র, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুড়া, রাজশাহী-৬২০০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২  
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ), ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

## হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত ও পরিমার্জিত বই সমূহ



মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অঙ্কসমূহ

তুহফাতুল আনসারুল আন-পারিস



তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ

তুহফাতুল আনসারুল আন-পারিস



ইজ্জতুন নবী রজত খাগের বিধান

আনুসার আল-মাদ্রাস



জাগরণী

আল-বেহা নবীচন্দা

**হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ**

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আমচকুর), ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০ (ইমো), ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।  
Email : tahreek@ymail.com ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১ (বিকাশ)।

রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'-এর মুখপত্র

# সোনামণি প্রতিভা

## নিয়মিত

### বিভাগ সমূহ :

- বিশুদ্ধ আকীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ
- এসো দো'আ শিখি
- রহস্যময় পৃথিবী
- যেলা ও দেশ পরিচিতি
- আন্তর্জাতিক পাতা
- আমার দেশ
- যাদু নয় বিজ্ঞান
- হাদীছের গল্প
- গল্পে जागे प्रतिভা
- একটু খানি হাসি
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর

- কবিতা
- সাহিত্যঙ্গন
- ইতিহাস
- চিকিৎসা
- অজানা কথা
- ম্যাজিক ওয়ার্ড
- মতামত ও প্রশ্নোত্তর
- ভাষা শিক্ষা

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

লেখা

আহ্বান :

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মূল্য  
১৫ টাকা

৪৬ তম সংখ্যা  
মার্চ-এপ্রিল ২০২১

মাসিক

যোগাযোগ :

সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯

নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭